R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন
সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ.
৩৭শ সংখ্যা।

রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই মাঘ বুধবার, ১৩৯১ সাল
৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮৫ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲সডাক

লুৎফল হক কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছেন ?

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : প্রবীণ শ্রমিক নেতা এবং কংগ্রেস-ই দলের এম এল এ লুৎফল হককে দল থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে বহিষ্কৃত হচ্ছেন হকপন্থী সমস্ত কংগ্রেসী নেতাও। ১২ জানুয়ারী বহরমপুরের জেলা কংগ্রেস-ই দপ্তরে অনুষ্ঠিত দলের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পর দলের প্রথম বৈঠকেই বহিষ্কার সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় জঙ্গিপুর লোকসভা আসনে পরাজিত কংগ্রেস-ই প্রার্থী মহঃ সোহরাবের পরামর্শ অনুসারেই। অভিযোগ সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে শ্রীহক নাকি কংগ্রেস-ই প্রার্থী মহঃ সোহরাবের বিরোধীতা করেছেন। ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুস সাত্তার। সাত্তার সাহেবের দীর্ঘদিনের সুখ-দুখের সাথী লুৎফলের সঙ্গে যারা কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন সাজাহান সেখ, সামসুল হক, হুমায়ুন রেজা, ডাঃ কালীকুমার গুপ্ত, হামিদ সর্দার. মহঃ ফাইজুদ্দিন প্রমুখ। এছাড়াও হকের অনুগামী বা সমর্থক বলে যারা চিহ্নিত, নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের একজনকেও যেন কংগ্রেস-ই, যুব কংগ্রেস-ই বা ছাত্রপরিষদ-ই এর কোনো পদ দেওয়া না হয় বা কোন রকম কমিটিতে না নেওয়া হয়। এই নির্দ্দেশ মত ইতিমধ্যেই সামসেরগঞ্জ ও সুতী-২ ব্লক কংগ্রেস-ই কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে ৫৪ জনের একটি নতুন এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই নয়া কমিটির সকলেই সোহরাব পন্থী। আমাদের একজন সংবাদদাতা জানাচ্ছেন নতুন কমিটিতে বহু কংগ্রেস বিরোধী মানুষের নামও রয়েছে। ওইসব ব্যক্তিরা গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খেটেছিলেন। এমনকি একজন আবার নির্দ্দলীয় হিসেবে কংগ্রেস প্রার্থী লুৎফল হকের বিরুদ্ধে প্রার্থীও হয়েছিলেন। এদেরকে হক বিরোধী বা সোহরাব পন্থী বলে নতুন কমিটিতে নেওয়া হয়েছে। এদিকে হককে বহিষ্কার. কমিটিগুলি থেকে হকপন্থীদের বিতাড়ণ এবং রঘুনাথগঞ্জে হক সাহেবের কুশপুত্তলিকা দাহ করার ঘটনায় মহকুমার মুসলীম মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জেলার কংগ্রেসী রাজনীতিতেও এই ঘটনা বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সাগরদীঘির বি ডি ও ধামাচাপা দিতে চাইছেন !

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদীঘি : মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সি পি এম প্রধান অমিয়কুমার মুখারজির বিরুদ্ধে মুরশিদাবাদের জেলা শাসক ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কাছে সরকারী টাকা নয়ছয় ও আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ, ওই অর্থ নয়ছয়ের ঘটনা সাগরদীঘির বি ডি ও নন্দলাল ভকত ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সেইসঙ্গে শ্রীভকত প্রাক্তন প্রধানকে অভিযোগ থেকে আড়াল করার বাহানা করছেন। এই গুরুতর অভিযোগটি এনেছেন বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান নৃসিংহ মণ্ডল। আমাদের কাছে এই অভিযোগ সম্পর্কে যে সব কাগজপত্র এসেছে তাতে প্রাক্তন প্রধান অমিয়বাবুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্বভাবতই সর্ব-স্তরে এ সম্পর্কে পূর্ণাংগ তদন্তের দাবী উঠেছে। সাগরদীঘি ব্লক অফিসের কোনো এক আমলাও এই আর্থিক গোলমালের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ৮০ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৮১ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পঞ্চায়েত ভবনে হলকা ক্যাম্প ভাড়া বাবদ অমিয়বাবু মাসিক ৬৬ টাকা হারে ১২৫৪ টাকা পান। ওই টাকা সেটেলমেণ্ট বিভাগকে রসিদ দিয়ে গ্রহণ করলেও গ্রাম পঞ্চায়েতের খাতাপত্রের হিসেবে কোথাও কোনোভাবে ওই টাকা প্রাপ্তির কথার উল্লেখ নেই। নেই খরচপত্রও। বর্তমান প্রধান নৃসিংহবাবু পঞ্চায়েতের খাতাপত্রে এই গোলমাল দেখে গত ১২ জুন সাগরদীঘির বি ডি ও নন্দলালবাবুকে জানান। বি ডি ও মাস খানেক পর নৃসিংহবাবুকে 'প্রাক্তন প্রধানের এই অর্থের জমা-খরচ না দেখানোর ঘটনাকে' নিছক ভুল বলে উল্লেখ করে বর্তমানে ওই টাকা ক্যাশ বইতে জমা করতে বলেন। নৃসিংহবাবু টাকা হাতে না পেয়ে এভাবে জমা করতে অস্বীকার করে বি ডি ওকে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আর একটি চিঠি দেন। ওই চিঠিতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ১২৫৪ টাকা একদিনে 'ড্র' করা হয়নি, 'ড্র' হয়েছে মাসে মাসে। এই ঘটনা ভুলবশতঃ কিভাবে বার বার ঘটতে পারে—নৃসিংহবাবু এ প্রশ্ন তুলেছেন। এছাড়া আরও প্রশ্ন উঠেছে, এই টাকা খরচ হয়েছে কিভাবে, তার 'মাষ্টার রোল' কোথায় ? তাছাড়া এই অর্থ খরচের (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গরু হাটের সংস্কার প্রয়োজন প্রয়োজন চোরা চালান বন্ধের

ধুলিয়ান : ধুলিয়ানে কাঞ্চনতলার জমিদার সমরেন্দ্রনাথ রায়ের তত্ত্বাবধানে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার গরুর হাট বসে। হাটে বিহারসহ বিভিন্ন এলাকার প্রায় সহস্রাধিক লোক এবং কয়েক হাজার গরু মহিষের সমাগম হয়। কিন্তু হাটে যাওয়ার জন্য কোন ভাল রাস্তা বলতে নেই। অথচ এই হাট থেকে বাৎসরিক প্রায় লক্ষাধিক টাকা আয় হয় বলে জনশ্রুতি। এই হাটে বহিরাগতদের জন্য না আছে পানীয় জল, আলো ও বৃষ্টি থেকে বাঁচার মত কোন মাথা গোঁজার ব্যবস্থা। একটু জল হলে হাটে এক হাঁটু জল জমে থাকে। ফলে ক্রেতা সাধারণের সব দিক দিয়ে দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। বর্ত্তমানে এখানে সপ্তাহের সাত দিনই গরু মহিষের হাট বসছে। কেননা এখান থেকেই প্রতিদিন হাজার হাজার গরু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। এই হাটের আশেপাশে বসবাসকারী কিছু স্থায়ী বাসিন্দা বাংলাদেশীদের সাথে হাত মিলিয়ে গরু পাচারে সহ-যোগিতা করছে। সব দেখেও স্থানীয় প্রশাসন চুপচাপ।

এত নম্বর ও লাইসেন্স হীন রিক্সো কেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে লাইসেন্স ও নম্বরহীন রিক্সো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত রিক্সোর চালকদেরও কোনো লাইসেন্স নেই। আইন অনুযায়ী পুর-সভা থেকে নম্বর ও লাইসেন্স পাওয়ার পর রিক্সো রাস্তায় বেরোয়। কিন্তু কিভাবে এই সব রিক্সো বে-আইনি-ভাবে রাস্তায় এল সেটাই রীতিমত বিস্ময়ের। আরও বিস্ময়ের পুরসভা ও পুলিশ সব কিছু জেনেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ। এ নিয়ে বহু নাগরিক ক্ষুব্ধ।

জেরক্স ঘর   যোগাযোগ ঃ পণ্ডিত প্রেস ঃ রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই মাঘ, বুধবার, ১৩৯১ সাল।

বাণীবন্দনা

বাণী বন্দনার ভাষা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতীকে একদিন মূর্খ কালিদাস সর্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া প্রথমেই প্রণাম জানাইয়াছিলেন শ্লোকবদ্ধ বাণীর মাধ্যমে। সেই বাণী অদ্যপি উচ্চারিত পূজাবেদীকে কেন্দ্র করিয়া—

"কজ্জলপূরিত লোচন ভারে
স্তনযুগ শোভিত মুকুতা হারে
বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।।"

এই শ্লোকের মধ্য দিয়াই দেবীর সর্বাঙ্গিক সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন কালিদাস। দেবীর কৃপা কটাক্ষে তাহার অন্তরের সকল কালিমা বিদূরিত হইয়া জ্ঞানের আলোকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল তাহার অন্তর গগন। এই উপাখ্যান শুধু কালিদাসের নব জাগরণের ইতিবৃত্ত নহে, ইহা তৎকালীন ভারতীয় জাতির জ্ঞানের আলোকে জাগরিত হওয়ার ইতি কথা। দাদাঠাকুরের ভাষায় এই জাগরণকে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

বসন্ত বায়ুর স্পর্শে শীতের জাড্যজাল যেমন অপসারিত হয়, বসন্ত প্রভাতের অরুণের হিরণকরণদ্যুতি মানুষের চিত্তকে যেমন কর্মের প্রেরণা দিয়া অপূর্ব পুলকে নাচাইয়া তোলে, তেমনি জাতির জীবনেও একদিন বসন্তাগম হয়। সেদিন জাতির যুগান্তের জাড্যজাল বিচূর্ণ করিয়া আপনার মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, দিকে দিকে তাহার প্রতিভার ধারা বিস্ফূরিত হইয়া থাকে। জাতীর জীবনমূলে অবস্থান করিয়া এই যে শক্তি—কখনো সুপ্তা, কখনো জাগরিতা হইয়া থাকেন, তিনিই ভারতী, বাণী, বা সরস্বতী। ব্যক্তির জীবনে তিনি যেমন নিগূঢ় অন্তঃপ্রবাহিনী তেমনি জাতির জীবনেও তিনি অন্তঃপ্রবাহিনী স্বরূপে সমভাবে বহমান।

হিন্দুর প্রাণতন্ত্রী একদিন এই শক্তির স্পর্শ পাইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, অন্তরের সেই দেবীর মোহন বীণার ঝঙ্কারে সেদিন হিন্দু জাগ্রত হইয়া আপনার সেই মর্মবাণী বিশ্বসংসারে প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে, কলায়, সৃজনী প্রতিভার বিভিন্ন ও বিচিত্র ভঙ্গীর ভিতর দিয়া সে সেই জীবন্ত যৌবনের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—মরণের বিভীষণ ভার উর্দ্ধে মানবকে এক অব্যয় অমৃতের সন্ধান দান করিয়াছিল। সেই অমৃতধারার স্পর্শেই নালন্দা জাগিয়াছিল, বিক্রমশীলা জাগিয়াছিল, রবাব মুরজ, বীণা সমস্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। এই যে চিরযৌবন বিভ্রমময়ী দেবী, জাতির অন্তরে থাকিয়া বীণাটি বাজাইতেছেন, হিন্দু একদিন তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিল, দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে তাঁহার রূপের ছটা তাহাকে কোন্ কল্পলোকে তুলিয়া লইয়া বাস্তব জগতে আপনার বিভূতিকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন—সেই যৌবনরূপ সাধনার প্রেরণাতেই জাতি জাগিয়াছিল—তাহার জীবনে বসন্তাগম হইয়াছিল।

সে বীণা নীরব হইয়াছে—নালন্দা তক্ষশীলা হিন্দুর আর নাই—হিন্দু সভ্যতার বিশিষ্টতা, বিশ্বদেবতার বরণ ডালায় তেমন স্বচ্ছন্দ সম্ভার আর নাই। সে শক্তি যেমন শীতের জাড্যে, আজ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে কতদিনে তাহার জীবনে আবার বসন্তাগম হইবে কে জানে? এই বসন্তাগমের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বা ধারা আছে কি?

ইতিহাসের পাতা ঘাঁটিয়া সে তত্ত্ব নিরূপণ অতি দুরূহ কার্য্য। অতীতের অনেক মহতী সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—রোম গিয়াছে, গ্রীস গিয়াছে, বেবিলন গিয়াছে, মিশরের সেই অতীত সভ্যতার বাণীও আজ নীরব—বিশ্বদেবতার যৌবন লীলায় তাহাদের বিকাশ ও বিলাস অপর সভ্যতার ভিতরে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিয়াছে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আর নাই। কিন্তু হিন্দু আজও মরে নাই, যুগ যুগান্তের আঘাত সহ্য করিয়া সে বাঁচিয়া আছে। ইহার কারণ কি? অতীতের শত সভ্যতা লোপ পাইল, কিন্তু বিশ্বদেবতার বিকাশ বিলাসের তাঁহার বসন্তোৎসবের কোন্ গূঢ় এবং গোপন রস সম্ভার হিন্দু সভ্যতার এই বুকে সঞ্চিত সঙ্কুচিত রহিয়াছে যে সে আজও বাঁচিয়া আছে।

বিশ্বের দরবারে হিন্দুর বাণী এখনও শেষ হয় নাই—এই যে বর্তমান অবসাদের ভাব ইহা তাহার দূরীভূত হইবে। হিন্দু আবার আত্মস্থ হইয়া আত্মশক্তিতে মহীয়ান হইয়া, মধুমাসের মধুর মলয় সংস্পর্শে সেই মাধুরীময়ী দেবীর মাধুরীকুঞ্জে ফুটিয়া উঠিবে—বিশ্ব সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছে।

শীতের জাড্য ও অবসাদ এই যে অপসৃত হইল, বসন্তের বিকাশ গরিমা প্রাচীর দিকভালে এই যে অরণ্যদ্যুতিতে দেখা দিল, বিশ্বপ্রকৃতিতে নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল, হিন্দু তোমার জাতীয় জীবনে একদিন কি এমনি বসন্ত আসিবে না? আসিবে সেদিন আসিবে। বাণীর সেই বসন্ত বাসরের উৎসব যে অবদান ভিন্ন সম্পূর্ণ হইবার নহে। তুমি আবার আত্মস্থ হও, নিজের অন্তরের দিকে ফিরিয়া তাকাও শ্বেতদলবাসিনী বাণীকে তুমি তথায় দেখিতে পাইবে। শোন, তাঁহার বীণার ধ্বনি যাহার কানে গিয়াছে সেই তো নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। সে জীবনের আনন্দ কি তোমাকে এই দীর্ঘ প্রসুপ্তি হইতে জাগ্রত করিবে না? এস বাণী বন্দনার শুভ মুহূর্তে আমরা সমবেতভাবে সেই প্রার্থনাই নিবেদন করিয়া শ্বেত পুষ্পের বন কুসুমের অঞ্জলী প্রদান করি।

কে পি এস সমিতির জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার তৃতীয় জেলা সম্মেলন হয়ে গেল ২৭ ২৮ জানুয়ারী বহরমপুর কালেকটারেট ক্লাবে। সম্মেলনে রাজ্য স্তরের আন্দোলনের চেয়ে জেলা স্তরের আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এই আন্দোলন জোরদার করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্বপন সরকারকে সভাপতি এবং তুষার প্রামাণিককে সম্পাদক করে ষোল সদস্যের জেলা কমিটি গঠন করা হয়। বিয়াল্লিশ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলনে কে পি এসদের ডিপ্লোম্যাটিক স্বীকৃতি, নির্দিষ্ট ভ্রমণ ভাতা ১৫০ টাকা এবং প্রশিক্ষণ ভাতা ২০০ টাকা এবং গ্রামীন ভাতা প্রদান, এস এ এস ক্লাস টু-এর শূন্য পদ কে পি এস দিয়ে পূরণ, কৃষি বিজ্ঞান স্নাতক পড়ার কোটা বৃদ্ধ ইত্যাদি দাবি গৃহীত হয়।

প্রকাশ্যে খুন

জঙ্গিপুর: গত ২০ ডিসেম্বর সম্মতিনগরের শিবপুর এলাকায় প্রকাশ্য দিনের আলোতে সাবের আলী নামে জনৈক ব্যক্তি অবৈধ বন্দুকের গুলিতে মারা যান। দুর্বৃত্তরা নাকি তেঘরী গ্রামের। পুরানো বিরোধ এই মৃত্যুর কারণ বলে জানা গেছে। পুলিশ এখন পর্যন্ত কাওকে গ্রেপ্তার করেনি।

নেতাজী জন্মজয়ন্তী

ধুলিয়ান: গত ২৩ জানুয়ারী ধুলিয়ান ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে, পৌরসভায় ও রতনপুর উদয়ন ক্লাবে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ৮৯তম জন্ম দিবস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। ধুলিয়ান ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে পতাকা উত্তোলন এবং নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন দলীয় নেতা দীপককুমার তলাপাত্র ও সাধারণ সম্পাদক কমঃ ইউসুফ হোসেন।

চক্ষু অপারেশন শিবির

ফরাক্কা: গত ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারী ফরাক্কা থানার নূতন মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়ত অফিস ময়দানে অল ইণ্ডিয়া ব্লাইণ্ড রিলিফ সোসাইটির উদ্যোগে চক্ষু অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ চক্ষু বিশেষজ্ঞ শল্য বিশারদ ডাঃ এস, বি, পি, শ্রীবাস্তব, ভাগলপুর এবং ডাঃ আর, বি, পি, বর্ম্মা, পাটনা প্রায় ১৭৫ জন পুরুষ-মহিলার চক্ষু অপারেশন করেন। চক্ষু প্রাথমিক পরীক্ষার দিন প্রতিটি রোগীর নিকট থেকে ৩ টাকা করে আদায় করা হয়। অপারেশনের পর রোগীদের ৬ দিন ক্যাম্পে রাখা হয় এবং সংস্থার পক্ষে থেকে তাদের চিকিৎসা ও খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা—এই উদ্দেশ্যে অল ইণ্ডিয়া ব্লাইণ্ড রিলিফ সোসাইটি প্রতি বছর এখানে শিবিরের ব্যবস্থা করে থাকেন।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

ধুলিয়ান: গত শনিবার ভারতের ৩৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস নানা স্থানের মতো ফরাক্কা, ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদে উদযাপিত হয়। সরকারী, বেসরকারী অফিসে, বিভিন্ন বিদ্যায়তন, ক্লাব ও পাঠাগার সমূহের পক্ষ থেকে প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন, সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদয়ন ক্লাবের উদ্যোগে যুব বর্ষ উপলক্ষে চলমান দৃশ্যসজ্জাটি খুবই প্রশংসনীয় হয়। ধুলিয়ানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার ভাষণে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও রাজনীতিবিদ হরেন্দ্রনাথ সরকার এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, গণতন্ত্রের মূল উৎস শক্তি দেশের পবিত্র সংবিধান। প্রায় বাহান্ন বার এই সংবিধানের সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তনের পালা শেষ হলেও জাতপাতের ঝগড়া ভাষা ও ধর্মের কলহ থেকে কেহই পরিত্রাণ পাননা। তার উপরে আছে সীমাহীন দারিদ্র। প্রজাতন্ত্র দিবসে তাই প্রথম ও প্রধান কাজ হল ভারতের সংবিধানকে আর একবার গবেষণার দৃষ্টি নিয়ে অবলোকন করা। ৮৫-র শতক তাই সত্যিকারের মুক্তির দশক হোক এবং ইহাই হোক এই দিবসের মূলকথা ও মর্মবাণী।

ছিনতাইকারীদের হাতে ট্রাক খালাসী নিহত

ফরাক্কা : গত ১৬ জানুয়ারী এখান থেকে আগত একটি খালি ট্রাক বালি ফেলে আসার পথে বল্লালপুরের কাছে রাত্রি ২টা নাগাদ ছিনতাইকারীদের খপ্পরে পড়ে। ট্রাকটিতে মাল আছে ভেবে ছিনতাইকারীরা সেটিকে আটক করে এবং গাড়ীর হুডে বসে থাকা খালাসী মান্টু সেখ (৩০) কে চলন্ত গাড়ী থেকে নীচে ফেলে দেয়। ফলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশের পেট্রোল গাড়ী সেখানে উপস্থিত হলে ছিনতাইকারীরা সরে পড়ে। এখন পর্যন্ত কোন ছিনতাইকারী ধরা পড়েনি বলে জানা গেছে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ধুলিয়ান : গত ১৮ জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ আয়োজিত ধুলিয়ান চক্র গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল এলাকার প্রাথমিক/নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের ৬ষ্ঠ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমসেরগঞ্জ বি ডি ও অফিস মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমসেরগঞ্জ বি ডি ও কমলকান্তি রায়। ধুলিয়ান শহর এলাকার নটি গ্রাম পঞ্চায়ত স্তরে প্রতিযোগীরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে মাঠ পরিক্রমা করে। সভাপতিত্ব করেন জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি অরুণ ভট্টাচার্য্য।

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্য কোনো রেজুউলেশন করা হয়নি রেজুউলেশনের খাতায়। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, বি ডি ও যে ঘটনাকে ভুলবশতঃ বলে উল্লেখ করে ধামাচাপা দিতে চাইছেন সেই বছরের 'অডিটে' ওই ব্লকের অডিটর এ সম্পর্কে চুপচাপ থেকেছেন এবং প্রাক্তন প্রধানকে 'হিসেবে ভুল নেই' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সব মিলিয়ে এই আর্থিক গোলমালের ঘটনাটিকে প্রাক্তন প্রধানের অর্থ আত্মসাত বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এনিয়ে সাগরদীঘি এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। স্বভাবতই সমস্ত স্তর থেকে এ নিয়ে পূর্ণাংগ তদন্তের দাবী তোলা হয়েছে। এই ঘটনা ওই এলাকায় সি পি এমের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ করেছে। তাই দলের মধ্য থেকেও অনেকে এ সম্পর্কে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে নজীর সৃষ্টি করতে দলীয় নেতৃত্বকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

পান চাষীরা বিপাকে

ফরাক্কা : ফরাক্কা, সমসেরগঞ্জ ও সুতী থানার প্রায় ৬-৭টি গ্রামের পান চাষীরা তাদের এই পুরনো চাষবাসের পরিবর্ত্তে অন্য কাজের দ্বারা জীবিকার্জ্জনের কথা চিন্তা ভাবনা করছেন। এমনিতেই এলাকায় পান চাষ কমে গিয়েছে। তার উপর চাষের প্রতিটি জিনিষের অগ্নিমূল্য, শ্রমিক অশান্তি এবং সর্বোপরি পান চাষীদের আর্থিক অনিশ্চয়তা। রতনপুর ডাকবাংলোর পান চাষী জানা সর্দ্দার জানালেন সেচের জল এ অঞ্চলে একটা বড় সমস্যা। তাছাড়া এক কাঠা জমিতে বর্তমানে খরচ পড়ে প্রায় দু হাজার টাকা। তাই এলাকার দরিদ্র পান চাষীদের আর্থিক দিকটাও একটা বড় সমস্যা ও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই এলাকার পান চাষীদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে সরকারের দৃঢ় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে
সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের
বিপুল সমাবেশ—

ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন

জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।

একমাত্র পরিবেশক :—

এম, এল, মুন্দ্রা

পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)

হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুইটি সন্তানের জন্ম সময়ের মধ্যে
তিন বছরের ব্যবধান রাখুন

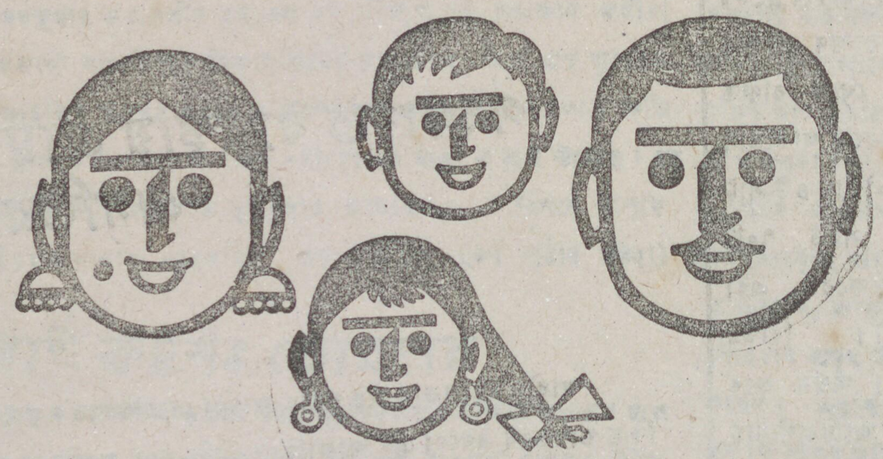

নিরোধ কপার টি খাবার বড়ি

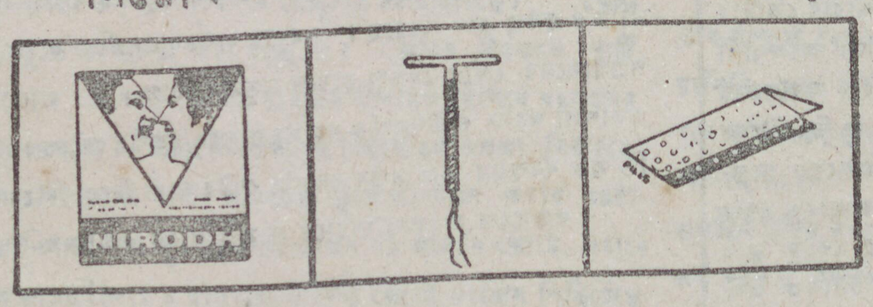

যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিন

davp 84/225

গান্ধীজীর তিরোভাব দিবস উদযাপন

ধুলিয়ান : গত ৩০ জানুয়ারী ধুলিয়ানে টি ইউ সি সির উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধীজীর তিরোভাব দিবস গাম্ভির্য্য-পূর্ণ পরিবেশে পালন করা হয়। এই সংস্থার নেতা ও মূল বক্তা ধুলিয়ান পৌরসভার কমিশনার তরুণ সেন বলেন যে, এই দিনটিতে বিশ্বের মহা-প্রাণ মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। ঘটনাটি মহাশোক ও মহাজাতির মহালজ্জার পরিচয় দেয় বলেই এই দিনটিতে সেই লজ্জা, শোক ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার দিন রূপেই গণ্য করা হয় সর্বোদয় দিবস নামে। তার প্রেম ও করুণায় একনিষ্ঠ সাধনায় মানুষের জীবনের সর্বোদয় বা সকল কল্যাণের পথের সত্য ইঙ্গিত নতুন করে পেয়েছে বিশ্ব সংসার।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ইকিষ্টঃ দীপককুমার আরুকিয়া

রঘুনাথগঞ্জ

C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা

ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

আদিবাসী কৃষকরা বঞ্চিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের চাঁদপাড়া আদিবাসী কৃষকগণ জেলার আই টি ডি পি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে আদিবাসী মহলে অভিযোগ উঠেছে। চাঁদপাড়া মৌজায় ৪টি সীট আছে তারমধ্যে ২নং সীটে ৭০টি আদিবাসী পরিবার বাস করে। এরা সকলেই প্রান্তিক চাষী। বিভিন্ন সময়ে চাষ করে জীবিকা অর্জন করে থাকে। এই সীটে আদিবাসীরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। কিন্তু আই টি ডি পি জেলা অফিস এদের কোন কৃষি সাহায্য দেন না। তাই কৃষি বিভাগ এবার সুখেন মারডি নামে একচাষীকে স্প্রেয়ার সরকার ভরতুকী দামে দিয়েছেন। এই মৌজার পাশে হাটপাড়া আদিবাসী গ্রাম এটি ঐ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। আবার ভোটার লিষ্টে দেখা যায় চাঁদপাড়া আদিবাসী গ্রাম এবং হাটপাড়া একই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় আদিবাসীদের দাবী তারা কেন উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবেন না? তাদের আরও বক্তব্য, তাদিকে যদি উক্ত প্রকল্প থেকে কৃষি কাজের বীজ সার কীটনাশক এবং যাবতীয় জিনিষ দেওয়া হয় তাহলে তারা প্রচুর ফসল ফলাতে পারবে। এ ব্যাপারে আদিবাসীরা জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামবাংলা এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে

স্বাধীনতা লাভ করার সময়ে আমরা চেয়েছিলাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ কিন্তু ভারতবর্ষ এখনো এই আকাঙ্খিত সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে পটপরিবর্তন ঘটল রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব হল এক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, যাতে শাসনব্যবস্থা সম্প্রসারিত হল গ্রামান্তরে। গ্রামের মানুষেরাও অনুভব করতে পারলেন যে স্থানীয় শাসন আসলে তাঁদেরই হাতে।

পঞ্চায়েতের নানান পরিকল্পনা এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামজীবনে এল নবযৌবনের জোয়ার। ভূমিহীন শ্রমজীবীদের মধ্যে চাষের জন্য বণ্টন করা হল সরকারের অধিকৃত নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত জমি, আর গৃহ-হীনদের দেওয়া হল বাস্তুভিটা। অপারেশন বর্গার মাধ্যমে জমির ওপরে ভাগচাষীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, তৈরী হল নতুন রাস্তা, এল স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগসুবিধা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ও ক্ষুদ্র সেচের জন্য গৃহীত নতুন নীতিও সুফল এনে দিয়েছে। সমবায় ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে গ্রামে গ্রামে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন কুটির শিল্প, মৎস্যচাষ ও পশুপালনের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে নতুন সুযোগ। গ্রামের শ্রমজীবীরা এখন পাচ্ছেন নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী। তফশিলী জাতি ও উপজাতি সহ সমগ্র দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা। সমাজ-ভিত্তিক বনসৃজন এবং নতুন বনভূমি সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পরিবেশকে নির্মল রাখার বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামবাংলাকে প্রগতি ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।